সিডনীর প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠান

কর্নফুলী প্রতিবেদন

সিডনীতে এখন বাংলাদেশীদের প্রচুর সংগঠন। যার ফলে নানা অনুষ্ঠান ও সমাবেশ হামেশা লেগেই থাকে। কেউ দুপুরে কেউ রাতে এ সকল অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকেন। অনুষ্ঠান শেষে 'ভাত খাওয়ানো' হবে বলে সকলে তাদের বিজ্ঞাপণে লোভ দেখান। কারণ অনুষ্ঠান আয়োজকরা ভেতো-বাঙালীর দুর্বলতা বুঝেন এবং জানেন "ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয়না"। দুপুর ১২.৩০টায় লাঞ্চ দেবে বলে বিকেল তিনটার আগে অথবা সন্ধ্যে ৭টায় ডিনার দেবে বলে রাত সাড়ে নয়টার আগে সিডনীতে কোন সংগঠন তাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, সাম্প্রতিক একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, এমন কোন নজির আজ পর্যন্ত কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে পারবে বলেও কেউ মনে করেনা। কয়েক সপ্তাহ আগে সিডনীর একটি বাংলাদেশী সংগঠন তাদের বাৎসরিক নৈশভোজের নামে দেশ থেকে একজন শিল্পী এনে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি লঙ্গরখানার আয়োজন করেছিলেন। উক্ত সংগঠন কর্তৃপক্ষ তাদের নৈশভোজে কী, কী খাওয়ানো হবে সেটাও বিভিন্ন মাধ্যমে সচিত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে বহুদিন ধরে প্রচার করেছিলেন। খাদ্যের ছবি এবং তার সাথে লোভনীয় ম্যানু বিজ্ঞাপনে ছাপিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের নেমন্তন দেবেন এমন উদ্ভট কান্ড পৃথিবীর আর কোন নিকৃষ্ট ও বজ্জাৎ জাতি করবে কিনা সন্দেহ আছে। সংগঠনের কর্মকর্তাদের রুচী, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারিবারিক পরিবেশ সাধারণত তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। তারফলে পুনরায় বোঝা গেল কি ধরনের লোক এ সংগঠনগুলোর সাথে জড়িত। বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে যে ঘন ঘন প্রতিশ্রুতি ও শপথ করেও নাকি রাত ন'টার আগে তারা তাদের নৈশভোজের অতিথিদেরকে কলাপাতার মত টলমল প্লাষ্টিকের থালা হাতে ভাতের জন্যে লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড় করার জন্যে ডাকেননি। দেরী কেন হয়েছে, কেন করেছে, উল্লেখ করতে হয় পুরানো সেই প্রবাদ "আগে আমাদের বক্তব্য গিলবেন, তবেই ভাত গিলবেন।" এসকল তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে মেরুদন্ডহীন জাতীর কর্মহীন রাষ্ট্রদুত ও হাভাতে কিছু লোক ছাড়া আজকাল সহজে অভিজাত শ্রেনীর কোন বাংলাদেশী এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে যায়না। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ঠিকমত অনুষ্ঠান শুরু করবেন এবং ঠিকসময়ে অতিথি সৎকার করবেন বলে তাদের মৃত পিতা মাতা এমনকি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ধরে শপথ করলেও এখন আর কোন বাংলাদেশী সহজেই এসব প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেন না। ওদের বড় বড় কথা ও শপথ শুনে অনেকে শুধু নীরবে মন্তব্য করেন '-লা বাটপার'।

শত মন্দের মাঝেও কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাবে এটা সকলেরি আশা ও স্বপ্ন। গোবরে পদ্মফুল ফোটার মত সেই অভাবনীয় ব্যতিক্রমটি ঘটেছে গত ২শরা আগষ্ঠ রবিবারে। সিডনীর দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল এলাকা ক্যাম্বেলটাউন শহরকে ঘিরে বাংলাদেশীদের একটি নুতন সংগঠন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামের উক্ত সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের যাত্রা শুরু করেছেন। আর সে উপলক্ষে ২শরা আগষ্ট অত্যন্ত জাঁকজমকপুর্ণভাবে তারা তাদের অভিষেক অনুষ্ঠানটি উদযাপন করেন। শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশীদের ইতিহাসে প্রথমবারের মত কোন সংগঠন সিডনীতে এরকম অভিষেক অনুষ্ঠান করলো। নবপ্রতিষ্ঠিত উক্ত সংগঠনটি অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বিজ্ঞাপনে তাদের অভিষেকের অনুষ্ঠানের কথা ঘোষনা করেছিল। বিজ্ঞাপনে কোন মিথ্যা বা লোভনীয় প্রতিশ্রুতি ছিলনা, এমনকি অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের ভুরিভোজ করাবেন এমন কথাও তারা বলেননি। তবুও সেদিন তাদের অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার কমতি

ছিলনা। প্রায় সাড়ে চারশত বাংলাদেশীর স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে বৃহৎ হলটি ছিল ঠাঁসা। সুদুর ডী হোয়াই থেকে সপরিবারে আগত নুতনপ্রবাসী রোক্সানা বেগম অতি আবেগে বলেই ফেল্লেন, "সিডনীতে এত বাংলাদেশী আছে জানতামই না, ওদের অভিষেকের মাঝেই বোঝা যাচ্ছে ওদের যাত্রা শুভ ও কর্মমুখী হবে। আমি যত দুরেই থাকিনা কেন ওদের কোন অনুষ্ঠান আমি বাদ দেবনা।"

মঞ্চ থেকে লাল-সবুজ নামক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি কর্তৃক পরিবেশিত লাইভ মিউজিক এবং অন্যদিকে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা জনে জনে সকল অতিথিদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। সুন্দর ঐ অভিষেক অনুষ্ঠানটি রূপ নিয়েছিল সেদিন এক মহামিলণ মেলায়। আগত

অতিথিদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আয়োজকরা সর্বক্ষেত্রে তাদের সচেতন দৃষ্টি রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে কয়েকজন অতিথির অতি সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরই তারা তাদের কার্যকরী পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। কোন ক্ষেত্রেই আগত অতিথিদের বিরক্ত বা ধৈর্য্যচ্যুতি তারা ঘটায়নি বলে একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেছেন। সিডনীর ইতিহাসে এবারই প্রথম এবং একমাত্র প্রথম কোন বাংলাদেশী সংগঠন প্রতিশ্রুতি না দিয়েও সন্ধ্যে ৭.২১টায় তাদের আমন্ত্রনে আগত শত শত অতিথীদের একই সময়ে ডীনার খাইয়েছেন। অখাদ্য বক্তব্য না গিলেয়েই তারা হাসিমুখে এবং অতি সমাদরের সাথে সকলকে আপ্যায়ন করেছেন। দেখা গেছে রাতের খাওয়ার পরও সহজে কেউ আসর ছেড়ে যায়নি। ধৈর্য নিয়ে বসেছিল সংগঠনের আয়োজিত অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি দেখার জন্যে। প্রমান হলো ভালোবেসেই সেদিন এ নুতন সংগঠনটিকে আশির্বাদ করতে সকলে সেখানে গিয়েছিল। যাত্রলগ্নে উক্ত সংগঠনটি সিডনীতে সত্যি একটি উদাহরন সৃষ্টি করেছে, আর এ কৃতিত্বের দাবীদার সংগঠনের কর্মকর্তারা সকলেই। সভাপতি ইসাইল মিয়া ও তার সুযোগ্য জুটি সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানের কাছে ক্যাম্বেলটাউনবাসী বাংলাদেশীদের অনেক প্রত্যাশা। তাদের নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদটি অত্যন্ত চৌকষ ও রুচিশীল। নির্বাচিত সদস্যরা সকলেই সমাজে যথেষ্ঠ সমাদৃত ও গ্রহনযোগ্য বলে উপস্থিত অতিথিরা স্বীকার করেছেন। তাদের যাত্রা শুভ ও সুন্দর হোক, এটুকু সকলেই কামনা করেছেন।

কর্ণফুলী প্রতিবেদন